মহাকবি সেক্সপীয়র রচিত

# রোমিও-জুলিয়েট।

[ গদ্য। ]

"My grave is like to be my wedding bed."

*Shakespear.*

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত।

---


কলিকাতা,

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ ৬৩ নং ভবনে, বসুপ্রেসে,

সি, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত

এবং

কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৮১

মহাকবি সেক্ষপীয়র রচিত

# রোমিও-জুলিয়েট।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### হৃদয়ে হৃদয়ে।

ইটালীর অন্তঃপাতী ভেরোনা নগরে মণ্টেগ ও ক্যাপুলেট নামে দুইটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী পরিবার বাস করিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বৈরীভাব এতদূর প্রবল ছিল যে যদি কখনও একটি পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির সহিত অপর পরিবারস্থ কাহারও রাজপথে বা অন্য কোন স্থানে সাক্ষাৎ হইত, তবে উভয়ের মধ্যে মহাসংগ্রাম বাধিয়া যাইত, এমন কি মধ্যে মধ্যে প্রাণহানি পর্য্যন্ত ঘটিত।

মণ্টেগ বংশে রোমিওর জন্ম। রোমিও যুবাপুরুষ; রূপে কন্দর্প সদৃশ। রোসালিন নাম্নী একটী রমণীর প্রেমে তিনি উন্মত্ত। রোসালিন দেখিতে তাদৃশ সুন্দরী নহেন, কিন্তু রোমিও তাঁহাকে একবার দেখিলে স্বর্গ হাতে পান। রোমিওর দুরদৃষ্ট বশতঃ গরবিনী রোসালিন তাঁহার প্রতি ফিরিয়াও দেখিতেন না।

একদিন ক্যাপুলেট-বাটীতে মহোৎসব। বাটীতে নৃত্য গীতাদি হইবে। মণ্টেগবংশ ব্যতীত দেশের সমস্ত লোকই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। রোমিওর একজন বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই! আজ যদি কোন উপায়ে উৎসব বাটীতে যাইতে পার, তবে দেখাই তোমার সাধের রোসালিন অন্যের সহিত তুলনায়, ময়ূরের নিকট বায়স ভিন্ন আর কিছুই নহে।" রোমিও এ কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন। কিন্তু রোসালিনকে তথায় দেখিতে পাইবেন শুনিয়া ভাবিলেন "একবার সেখানে যাওয়ায় ক্ষতি কি?" তাঁহাদের বংশীয় যে কেহ ক্যাপুলেট ভবনে দৃষ্ট হইলে তাহার প্রাণ সংশয়, একথা জানিয়াও প্রেমান্ধ রোমিও ছদ্মবেশে তাঁহার বন্ধুর সহিত তথায় গমন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। রজনীতে উভয়ে ক্যাপুলেট ভবনে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজেরা নৃত্যাদির নিমন্ত্রণে প্রায়ই নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং বাটীর কর্তৃপক্ষীয়েরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় ছদ্মবেশধারী রোমিও এবং তাঁহার বন্ধুকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নৃত্যে যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন।

সেই জনতার মধ্যে একটী রমণীর সৌন্দর্য্যছটায় রোমিওর চমক ভাঙ্গিল; তাঁহার সেই রোসালিনময় চিত্ত এখন এই সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইল। আহা কি রূপ!—রোমিও এমন রূপ আর কখনও দেখেন নাই। সভাস্থল অসংখ্য দীপালোকে আলোকিত ছিল, কিন্তু সূর্য্যালোকে প্রজ্জলিত দীপ যেরূপ জ্যোতিহীন দেখায়, রোমিওর চক্ষেও সেই রমণীর নিকট সেই দীপাবলী সেইরূপ প্রভাহীন

বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিস্ময় স্রোত তাঁহার ক্ষুদ্র প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া কণ্ঠ দিয়া ছুটিল। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা! কি মনোমোহন রূপ!" এই সময়ে ক্যাপুলেটবংশজ টাইবল্ট নামে একটী যুবা সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। উদ্ধতস্বভাব টাইবল্ট তাঁহার স্বর বুঝিয়া, ক্রোধান্বিত হইয়া তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। সভাস্থলে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। সকলে "ব্যাপার কি?" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। টাইবল্ট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে, বাটীর অধিস্বামী বলিলেন "রোমিও অরিপুত্র হইলেও আজ যখন আমাদিগের গৃহে অতিথি এবং এখানে কোনরূপ অসদাচরণ করে নাই, তখ। তাহার প্রতি এরূপ ব্যবহার অতি নিন্দনীয়।" তাঁহার আদেশে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র সদৃশ টাইবল্ট আস্ফালন করিয়া বলিল "আচ্ছা আজ থাক, কিন্তু এক দিন ইহার প্রতিশোধ লইব।" রোমিও এ অপমান কথনই সহ্য করিতেন না; কিন্তু তখন তিনি যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোনক্রমেই ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নহে; এজন্য তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

নৃত্যাদি শেষ হইলে রোমিও সেই বিশ্ববিমোহিনী রূপসীর নিকট গিয়া ছলে বাক্যালাপ করতঃ কৌতুক করিয়া তাঁহার করচুম্বন করিলেন। যুবতীও তাঁহার এতদ্ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎপরে তাঁহার জননী তাঁহাকে দূতী দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি প্রস্থান করিলেন। রোমিও অনুসন্ধানে অবগত

হইলেন যে তাঁহার মনোহারিণী যুবতীটি সেই বাটীর অধি-
স্বামীর কন্যা; নাম "জুলিয়েট"। যাঁহার প্রেমময়ী মূর্ত্তী তাঁহার
হৃদয়ের পরতে পরতে অঙ্কিত হইয়াছে, যাঁহার মধুমাখা স্বর
এখনও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার সেই
মনোমোহিনী জুলিয়েট, মহাবৈরী—চিরদ্বেষী—ক্যাপুলেট-
দুহিতা! তাঁহার হৃদয়, তাঁহার সর্ব্বস্ব—আজ শত্রুহস্তে
অর্পিত হইল! এ সকল ভাবিয়া রোমিও ক্ষুব্ধ হইলেন মাত্র,
কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে ভালবাসা গেল না।—প্রাণের মাঝে
যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা মুছিল না। তিনি জুলিয়েটকে
ভুলিবেন কিরূপে?—ভালবাসা কি মনে করিলেই বিসর্জ্জন
দেওয়া যায়?—যদি কাহাকে একবার নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল-
বাসা যায়, তবে কি তাহাকে ইচ্ছা করিলেই আবার ভুলিতে
পারা যায়? ভালবাসা কি শত্রু মিত্র বাছে?—তাহা হইলে
আয়েষা ওসমানের গঞ্জনা সহিবেন কেন? তাহা হইলে সেই
হতভাগিনী পিতার পরমশত্রু জগৎসিংহকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া
দিতে চাহিবেন কেন? তাহা হইলে মহারাণা প্রতাপসিংহের
কন্যা গুরুগঞ্জনা সহিয়া হিন্দুদ্বেষী, ক্ষত্রিয়ের চিরশত্রু, যবনের
জন্য সর্ব্বত্যাগী হইবেন কেন?

জনতা ভাঙ্গিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল। রোমিও
বাটী ফিরিবেন বলিয়া বাহির হইলেন, কিন্তু শূন্য হৃদয় লইয়া
তিনি কোথায় যাইবেন? জুলিয়েট বিহীন সংসার তাঁহার
ভাল লাগিল না। চক্ষু আবার সেই ভুবন-ভোলান রূপ দেখিতে
চাহিল, কর্ণ আবার সেই বেণুবিনিন্দিত মধুর স্বর শ্রবণ
করিতে চাহিল; প্রাণ আবার সেই রূপ দেখিতে দেখিতে, সেই

স্বর শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইতে চাহিল। জুলিয়েটের গৃহের পশ্চাদ্ভাগে উদ্যান, তৎপরে উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীর পরে রাজপথ। রোমিওর বাটী যাইতে আর পা উঠিল না। তিনি ফিরিলেন ;—কি জানি প্রেমের কি মহাশক্তি আছে!—রোমিও সেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্যানে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে যে বিষে রোমিওর দেহ প্রাণ জর্জ্জরিত, জুলিয়েটকেও সেই বিষে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই গভীর রাত্রে তাঁহারও চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি আপন গৃহের উন্মুক্ত বাতায়নে বসিয়া করতলে কপোল রাখিয়া রোমিওর সেই রতিমোহন রূপ ধ্যান করিতেছেন। সেই রূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি একাকী এই নির্জ্জনে বসিয়া আপনার মনের কথা মুখে ফুটিয়া হৃদয়কে শীতল করিতে চেষ্টা করিতেছেন; বলিতেছেন "রোমিও!—হৃদয়বল্লভ!—রোমিও হইয়া যদি তুমি আমাদের বৈরীগৃহে জন্মগ্রহণ না করিতে, তাহা হইলে ত আজ আমায় গোপনে এইরূপ মর্ম্মপীড়ায় প্রপীড়িত হইতে হইত না; তাহা হইলে আজ আমি যে তোমার চরণ সেবা করিয়া আমার এ অকিঞ্চিৎকর জীবন সার্থক করিতে পারিতাম!—প্রাণেশ্বর! আর তুমি মণ্টেগু-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিও না; এ নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কোন নামে আত্মপরিচয় দাও;—কিম্বা—একবার সত্য করিয়া বল আমায় ভালবাসি, তাহা হইলে আজ হইতে আর আমি ক্যাপুলেট-বংশসম্ভূতা নহি।"

উদ্যানে নামিয়াই রোমিও জুলিয়েটকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। মস্তকোপরি চন্দ্রদেব বিমল জ্যোৎস্নারাশি ছড়াইতে-

ছিলেন। সেই চন্দ্রমার সহিত রোমিও এতক্ষণ জুলিয়েটের অনুপম সৌন্দর্য্যের সৌসাদৃশ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার বোধ হইতেছিল সূর্য্যরূপ জুলিয়েটের উদয়ে চন্দ্রদেব মলিন হইয়া গিয়াছেন। কপোল সংলগ্ন তাঁহার সেই অঙ্গুলীগুলি দেখিয়া ভাবিতেছিলেন "হায়! যদি জুলিয়েটের চম্পককলি সদৃশ ঐ অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় হইয়া থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে শিরীষ কুসুমাপেক্ষা সুকোমল ঐ কপোল স্পর্শ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিতাম।"

জুলিয়েটের পূর্ব্বোত্থিত হৃদয়োচ্ছ্বাস তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল।—এমন মধুরধ্বনি বুঝি কেহ আর কখন শুনে নাই। কালার বংশীরব শুনিয়া গোপিনীদিগের বুঝি এত আনন্দ হইত না!—বাঁকার মুরলীরবে যমুনায় বুঝি এমন হইয়া উজান বহিত না!—রোমিও আর কি থাকিতে পারেন?—সুধু মেঘ নয়, বারি বরিষণ দেখিয়া চাতক আর কি স্থির থাকিতে পারে? রোমিওর প্রাণের তারে তারে বাজিয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন "হৃদয়বাসিনি! যদি ওনাম তোমার মনোমত না হয়, তাহাহইলে তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহা বলিয়াই আমায় সম্বোধন করিও।"

এই গভীর রাত্রে, উদ্যানপ্রাঙ্গণে, একজন পুরুষের স্বর শুনিয়া জুলিয়েট প্রথমে চমকিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু রোমিওর স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি চিনিতে পারিলেন। এ স্বর তিনি আজি মাত্র শ্রবণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহা সর্ব্বদাই তাঁহার কর্ণের নিকট প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

রোমিওকে প্রাঙ্গণে দেখিয়া জুলিয়েট বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি এখানে আসিলেন কিরূপে ?"—যে যাহাকে ভালবাসে তাহার বিপদাশঙ্কা মনে আগে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি পুনরপি কহিলেন "আপনি এখান হইতে সত্বর পলায়ন করুন, নতুবা কেহ দেখিতে পাইলে আপনার বিপদ ঘটিতে পারে।" রোমিও হাসিয়া কহিলেন "সুন্দরি! শত্রুর সহস্র তরবারি অপেক্ষা তোমার ঐ সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষে আমি অধিকতর ভীত হই। তুমি সুপ্রসন্ন থাকিলে সাক্ষাৎ শমনেরও আমি সম্মুখীন হইতে পারি। আর যদি তোমার ভালবাসায় বঞ্চিত হই, তবে এ শূন্যময় জীবনের বিনাশ হওয়াই শ্রেয়ঃ।" জুলিয়েট ইহার কি উত্তর দিবেন ? তিনি কিয়ৎপূর্ব্বে রোমিওর উপস্থিতি বিষয়ে অজ্ঞাতা হইয়া হৃদয়োচ্ছ্বাসে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা বলিয়া কি আবার অপ্রেমিকার ভান করিতে পারেন ? না—না—তাহা অসম্ভব। তিনি নিমেষ মধ্যে উদ্যান প্রাঙ্গণে রোমিওর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোমিও তাঁহাকে নিকটে পাইয়া বাহুযুগল দ্বারা একবারে বক্ষঃস্থলে টানিয়া লইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। জুলিয়েটও লজ্জার মাথা খাইয়া বাহুমৃণাল দ্বারা রোমিওর সুকুমার গ্রীবা বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিচুম্বন করিলেন। সেই নীরব নিশীথে—সেই উদ্যান প্রাঙ্গণে—জ্যোৎস্নার মাঝে—অনঙ্গে বিজলী খেলিল। রোমিও সোহাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হৃদয়বাসিনি। তবে সত্যই কি তুমি আমায় ভালবাস ?" জুলিয়েট তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া, বাহুবেষ্টন আরও দৃঢ়তর করিয়া বলিলেন "আপনিই জানেন।" রোমিও জুলিয়েটকে

আর একটু বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলেন, বুঝি দুইটী হৃদয় মিশিয়া এক হইয়া গেল। উভয়ে পুনরায় উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন। তৎপরে কত কথা হইল, পাঠক! তাহার কি শুনিবেন?

পরিশেষে বিবাহের প্রস্তাব হইল। স্থির হইল জুলিয়েট প্রাতে রোমিওর নিকট লোক পাঠাইবেন, রোমিও নির্দ্ধারিত করিয়া তাহাদ্বারা তাঁহাকে বিবাহের সময় বলিয়া পাঠাইবেন। হিন্দুদিগের ন্যায় খৃষ্টানদিগের বিবাহার্থ শুভদিন বা শুভলগ্ন কিছুরই আবশ্যক হয় না। বরকন্যা ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মযাজকের নিকট উপস্থিত হইলেই বিবাহ হইয়া যায়।—নিশাবশানে—উষা উদয়ে—রোমিও জুলিয়েটের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### মিলনে বিচ্ছেদ।

প্রত্যুষে রোমিও আপন ভবনে প্রত্যাগত না হইয়া তত্রস্থ ধর্ম্মযাজক লরেন্সের নিকট উপস্থিত হইলেন। লরেন্স রোমিওকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং রোসালিনের প্রতি রোমিওর আশক্তির কথাও অবগত ছিলেন। প্রাতেই তাঁহাকে এখানে আসিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, বুঝি রোসালিন সম্বন্ধীয় তাঁহার কোন কার্য্য থাকিবে, কিন্তু যখন রোমিওর নিকট তাঁহার জুলিয়েটের প্রতি নবাশক্তি ও তাঁহার সহিত

বিবাহের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন পরিহাস করিয়া বলিলেন "যুবক যুবতীর ভালবাসা চক্ষে, অন্তরে নহে।"

মন্টেগ ও ক্যাপুলেটদিগের মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য কারণ সদাশয় লরেন্স সর্ব্বদা বড়ই ক্ষুণ্ণ থাকিতেন। এই সুযোগে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ঘটিতে পারে ভাবিয়া এবং রোমিওর বিশেষ আগ্রহ বুঝিয়া, তিনি স্বয়ং এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইতে সম্মত হইলেন।

রোমিওর সহিত জুলিয়েট-প্রেরিত লোক আসিয়া সাক্ষাৎ করিলে, তিনি তাহাকে বিবাহের সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। জুলিয়েট গোপনে যথাসময়ে ধর্ম্ম মন্দিরে উপস্থিত হইলে, সেইদিন প্রাতেই তাঁহাদিগের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

ঐ দিবসে টাইবল্ট কতিপয় অনুচর সহ রাজপথে বিচরণ করিতে করিতে বেনভলিও ও মার্কুসিও নামক রোমিওর দুইটী বন্ধুকে দেখিতে পায়। পাঠক! এই টাইবল্টই পূর্ব্বরাত্রে সভাস্থলে রোমিওর অবমাননা করিয়াছিল।—রোমিওর উক্ত বন্ধুদ্বয়কে দেখিবামাত্রই সে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিনা কারণে তাঁহাদিগের প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিল। মার্কুসিও বড় সহিষ্ণুতাপরায়ণ নহেন; তিনিও তাহার সহিত বচসা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইতে লাগিল। দৈবক্রমে রোমিও সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলহপ্রিয় টাইবল্ট রোমিওকে দেখিয়া বেনভলিও এবং মার্কুসিওকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অযথা নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণ করিতে

লাগিল। ধীরস্বভাব রোমিও একে কলহ ভাল বাসিতেন না; তাহাতে আবার জুলিয়েটকে বিবাহ করায় টাইবল্ট তাঁহার কুটুম্ব মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, তাহার সহিত এরূপ বিবাদ শোভা পায় না; এ জন্য যাহাতে কলহ বৃদ্ধি না পায়, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মার্কুসিও তাঁহার গুপ্তবিবাহের বিষয় কিছুই জানিতেন না; সুতরাং তাঁহার এতাদৃশ আচরণে বিস্মিত হইলেন। টাইবল্ট নিরস্ত না হইয়া উত্তরোত্তর কলহের বৃদ্ধি করিতে লাগিল। অবশেষে মার্কুসিও রোমিওর অতিসহিষ্ণুতার প্রতি দোষারোপ করতঃ স্বয়ং তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দুর্দ্দান্ত টাইবল্ট দেখিতে দেখিতে মার্কুসিওর হৃদয়ে তরবারি বিদ্ধ করিল। আঘাত প্রাপ্তিমাত্র মার্কুসিও জীবন পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে রোমিও আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া "পামর! এই তোর প্রতিফল!" বলিয়া নিজ অসি নিষ্কাসিত করতঃ তদ্দ্বারা টাইবল্টের প্রাণবধ করিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিদিকে এই সংগ্রাম-সংবাদ প্রচার হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে নগরবাসীরা আসিয়া তথায় জনতা করিতে লাগিল। মন্টেগ ও ক্যাপুলেট বাটী হইতে স্ত্রী পুরুষেরা ছুটিয়া আসিলেন। অবশেষে এই সংবাদ রাজকর্ণে পঁহুছিবামাত্র মহারাজা কুপিত হইয়া পারিষদবর্গকে কহিলেন "প্রায় প্রতিদিনই এইরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে; অতএব ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক। চল, আজ স্বয়ং যাইয়া এ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিব।"

এই বলিয়া তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তিনি সেই সংগ্রামস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বেনভোলিওকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন। বেন-ভলিও রোমিওকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়া এবং মৃত টাইবল্টের উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বিবৃত করিলেন। মহারাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া আজ্ঞা করিলেন "অদ্যই রোমিও আমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইবে এবং পুনরায় যদি সে ইহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।"

টাইবল্টের মৃত্যু সংবাদে জুলিয়েট শোকবিহ্বলা হইয়া প্রথমে রোমিওকে নানা তিরস্কার করিলেন। কিন্তু শোকা-বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া আসিলে, তাঁহার জীবন-বল্লভ রোমিওর কোন অনিষ্ট না ঘটিয়া শমন টাইবল্টকে লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এত দুঃখেও তাঁহার একটু সান্ত্বনা বোধ হইল। অবশেষে রোমিওর প্রতি রাজাজ্ঞা স্মরণ হইলে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নয়ন হইতে দরদর বেগে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। হায়! বুঝি শত টাইবল্টের মৃত্যু সংবাদেও তাঁহার প্রাণ এরূপ কাতর হইত না!

টাইবল্টের সহিত সংগ্রামের পর রোমিও লরেন্সের আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। তথায় জনৈক নগরবাসীর মুখে রাজাজ্ঞা শ্রবণ করতঃ মর্ম্মাহত হইয়া শিশুর ন্যায় ধরায় পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।—এ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া

তিনি কোথায় যাইবেন? ভেরোনার বাহিরে কি আর বসতি আছে? যেখানে জুলিয়েট নাই সেখানে কি মানুষে বাস করিতে পারে?—সদাশয় লরেন্স তাঁহাকে কত সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রাণ স্থির হইতে চাহিল না। জুলিয়েট যে তাঁহার জীবন! তিনি সেই জীবনহীন দেহ কিরূপে বহন করিবেন?

রোমিও এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় জুলিয়েটের নিকট হইতে এক জন পরিচারিকা আসিল। তাহাকে দেখিয়া রোমিও কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইলেন। লরেন্স তখন তাঁহাকে পুনরায় প্রবোধ দিয়া বলিলেন"জীবিত থাকিলে অবশ্য আবার স্বদেশে ফিরিতে পারিবে।—আবার জুলিয়েটকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে। বালকের ন্যায় এরূপ বৃথা বিলাপের ফল কি?—সুস্থ হও। আজ নিশীথ সময়ে জুলিয়েটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মণ্টুয়া নগরে গিয়া বাস কর। এখানে যে দিন যাহা ঘটিবে আমি তোমাকে সর্ব্বদা তাহা জ্ঞাত করাইব। আমাদ্বারা তুমি জুলিয়েটের সকল সংবাদ পাইবে। পরে সময় বুঝিলে আমিই তোমাদিগের উভয়ের এ গুপ্ত বিবাহের কথা প্রকাশ করিব। তখন রাজা তোমার অপরাধের মার্জ্জনা করিয়া অবশ্যই আবার স্বদেশে বাস করিবার অনুমতি দিবেন। ঈশ্বর না করুন!—আজ যদি তোমার মৃত্যু ঘটিত, তাহা হইলে তোমার সকল সাধ ফুরাইত এবং তোমার জন্য সেই নবকুসুমটীও মুকুলে শুষ্ক হইত। অতএব শোক পরিহার পূর্ব্বক মণ্টুয়া নগরে গিয়া বাস কর। আমি সর্ব্বদাই তোমাদিগের সংবাদ রাখিব।" সদাশয় লরেন্সের এই

বাক্যে রোমিও আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার পরামর্শমত নিশা জন্য জুলিয়েটের সহিত সে রজনী যাপন পূর্ব্বক পরদিবস প্রত্যুষে মণ্টুয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন।

নবদম্পতীর সে রজনীর সুখ কেমন করিয়া বর্ণন করিব? রোমিওর দুই চক্ষু বহিয়া বর্ষার ধারার ন্যায় সমস্ত রাত্রি অশ্রু-বর্ষণ হইতেছে, আর সেই কমলাক্ষী জুলিয়েটের অশ্রুতে রোমিওর বক্ষ আর্দ্র হইতেছে। দুই জনে দুইজনকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছেন, হৃদয়ে হৃদয়ে চাপিয়া প্রাণে প্রাণে মিশাইয়াছেন। সুখের মধ্যে শুধু এই মাত্র,—তাহাও পোড়া বিধির কুটিল চক্ষে সহিল না। নিদয় বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিল। দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। ঊষাদেবী সহাস্যে জুলিয়েটের গবাক্ষে আসিয়া দর্শন দিলেন। বিহঙ্গকুল প্রভাত-সঙ্গীত গাহিয়া তাঁহাদের সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। উভয়ে উভয়কে আর একবার গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অশ্রু-জলে আবার উভয়ের বক্ষ ভাসিয়া গেল। জুলিয়েট রোমিওকে প্রতিদিন পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন; রোমিও তাহাতে স্বীকৃত হইলে উভয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন। উদ্যানে অবতরণ করিয়া রোমিও গবাক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন জুলিয়েট তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে; রোমিওর নয়ন বহিয়াও অশ্রু পড়িল। অকস্মাৎ উভয়ের কর্ণকুহরে কে যেন বলিয়া গেল "এই দেখাই শেষ"।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## মন্ত্রণা।

রোমিও নির্ব্বাসিত হইবার কিয়দ্দিবস পরে একদিন জুলিয়েটের পিতা জুলিয়েটের নিকট কাউণ্ট প্যারিস নামক একটী রূপবান ও সমৃদ্ধিশালী যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহের বিষয় ব্যক্ত করিলেন। ইংরাজদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে পুত্রকন্যার বিবাহের সময় বরকন্যা স্থির করিয়া তাঁহারা ভাবি দম্পতীর বিবাহে সম্মতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। পিতার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জুলিয়েটের মস্তক ঘূর্ণিত হইল ---এ কি সর্ব্বনেশে কথা? রোমিওর হস্তে ইতিপূর্ব্বেই জুলিয়েট যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন;--ভগবান তাহার সাক্ষ্য!--পিতার মুখে আজ আবার এ কি অসম্ভব কথা?--এ বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় তাঁহাকে কে দেখাইয়া দিবে? জুলিয়েট একবার ভাবিলেন যে পিতার নিকট রোমিওর সহিত গুপ্ত বিবাহের কথা প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তখনি আবার মনে হইল "পিতা যেরূপ মণ্টেগদ্বেষী তাহাতে তাঁহার সম্মুখে সে নাম উচ্চারণই এক প্রকার অসম্ভব, তাহাতে আবার সেই চিরবৈরী মণ্টেগপুত্রের সহিত তাঁহার আপন কন্যার বিবাহ কথা শুনিলে কি আর রক্ষা আছে? কি প্রলয়ই যে ঘটাইবেন তাহার আর স্থিরতা নাই।" জুলিয়েটের এ যুক্তি অসঙ্গত বোধ হইল। অবশেষে পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "পিতঃ! আপনি এ কিরূপ আজ্ঞা

করিতেছেন ? এখনও বহুদিন গত হয় নাই, আমাদের অমন দুর্ঘটনা ঘটিল, আর আজ কি আমাদের কোনরূপ উৎসব ভাল দেখায় ? লোকে শুনিলেই বা কি বলিবে ?" জুলিয়েটের এতদ্বাক্য শ্রবণে তাঁহার পিতা অনুমান করিলেন "বুঝি স্ত্রীসুলভ লজ্জাবশতঃই কন্যা এরূপ বলিতেছে।" অতএব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন "আগামী বৃহস্পতিবারে কাউণ্ট প্যারিসের সহিত তোমার বিবাহ হয়, ইহাই আমার অভিপ্রেত। আশা করি তুমি সে বিষয়ে কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিয়া আমাকে ব্যথিত করিতে সাহস করিবে না।" এই কথা বলিয়া কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পিতার নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জুলিয়েট চমকিত হইলেন। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া তখন কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। নয়নের জলে অঞ্চল ভিজিয়া গেল। অবিরাম রোদনে নয়নদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিল। তাঁহার একজন পরিচারিকা তাঁহাদিগের গুপ্ত বিবাহের কথা জানিত। সেই মধ্যে মধ্যে দূতীর কার্য্য করিত। সে আসিয়া বলিল "দিদি-ঠাকুরাণী কেবল বসিয়া কাঁদিলে কি হইবে ? একবার লরেন্স্ মহাশয়ের নিকট যাও, দেখ যদি তিনি ইহার কোন উপায় করিয়া দিতে পারেন।"

এই কথায় জুলিয়েটের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। তিনি তখন রোদন সম্বরণ পূর্ব্বক লরেন্স-আশ্রমে গিয়া বৃদ্ধের চরণতলে নিপতিত হইয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সদাশয় লরেন্স সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করতঃ

তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জুলিয়েট তাঁহাকে পিতার আদেশ বাক্য জ্ঞাত করাইলেন। শ্রবণমাত্র লরেন্সের প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত হইল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে জুলিয়েটের হস্তে একটী ক্ষুদ্র ঔষধের শিশি দিয়া কহিলেন "এখন তুমি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পিতার নিকট প্যারিসের সহিত বিবাহে সম্মতি প্রকাশ কর, এবং এরূপ বাহ্যিক আনন্দ দেখাও, যেন কেহ তোমার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারে। বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রে এই ঔষধটী সেবন করিও। ইহা সেবনমাত্র তুমি এরূপ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইবে যে সকলে তোমাকে বিগতপ্রাণা ভাবিয়া কবরিতা করিবে। ইহা সেবনের দুই দিন দুই রাত্রি পরে তুমি প্রকৃতিস্থা হইবে। অসঙ্কুচিত্তে ইহা পান করিও। আমি লোক পাঠাইয়া রোমিওকে এ বিষয় সংবাদ দিব। তুমি সজ্ঞানান্তে আপনাকে রোমিওর অঙ্কে শায়িত দেখিবে। কবর মধ্যে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইলেও, তাহাতে ভীতা হইও না। জানিও তোমার উদ্ধারার্থ আমিও স্বয়ং প্রস্তুত থাকিব।"

জলমগ্নপ্রায় ব্যক্তি অদূরে কোন তরণী তাহার উদ্ধারার্থ আসিতেছে দেখিলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করে, লরেন্সের বাক্যে জুলিয়েটের হৃদয়ও তেমনি আনন্দিত হইল। তিনি বাটীতে আসিয়া প্যারিসের সহিত বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতা মাতা কন্যার চিত্তের এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া সকলকে বিবাহের যথাবিধি আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## হরিষে বিষাদ।

বিবাহের পূর্ব্ব রজনীতে জুলিয়েট আপন কক্ষে সেই ক্ষুদ্র শিশিটি হস্তে লইয়া ভাবিতেছেন—"লরেন্স যাহা যাহা বলিলেন সে সকল কি সত্য? অথবা তাঁহাদিগের গুপ্ত বিবাহ এই সময়ে প্রকাশ হইলে পাছে আপনার কোন অনিষ্ট ঘটে, এই ভয়ে তিনি ছলে দুরন্ত বিষদ্বারা তাঁহার জীবনকুসুমটী মুকুলে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন?"—আহা! হতভাগিনীর কত কি মনে হইল! এখনও যে তাঁহার মনুষ্য জন্মের অনেক সাধ বাকি! তিনি একবার ভাবিলেন শিশির ঔষধ পান করিবেন না; কিন্তু তখনই আবার পরিণাম যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—যেন বরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া কাউণ্ট প্যারিস হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন, জুলিয়েট কত কাঁদিতেছেন, পিতা মাতার চরণে ধরিয়া কত অনুনয় বিনয় করিতেছেন,—আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া তাঁহা-দিগের নিকট কতবার কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার নির্দ্দয় পিতামাতা যেন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গিয়া "তোমার ধন তুমি লও" বলিয়া প্যারিসের সেই প্রসারিত হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছেন। সেখানে কত লোক দাঁড়াইয়া আছে; কেহ তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া, একবার "আহা"ও বলিতেছে না। তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—চক্ষুর সম্মুখে,—যে দিকে চাহেন সেই দিকে,—চারি দিকে,—জগৎময় লেখা—"নিরুপায়"। তাঁহার হৃদয়ের আবেগ

দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। তখন সেই হস্তস্থিত ঔষধ সেবন ভিন্ন তিনি আর কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা সেই ক্ষুদ্র শিশির ঔষধ গলায় ঢালিয়া দিয়া উন্মুক্ত বাতায়ন পথে শিশিটী নিক্ষেপ করতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত শরীর নিস্তেজ হইয়া আসিল। নিমেষমধ্যে সেই কমল সদৃশ বদনে কালিমা পড়িল।

হিন্দুদিগের যেরূপ গোধুলি বা রজনীতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইংরাজদিগের পদ্ধতি সেরূপ নহে। তাঁহাদিগের দিবসেই বিবাহ হয়। এবং বিবাহ দিনে প্রত্যুষে বর আসিয়া কন্যাকে নিদ্রা হইতে জাগরিতা করেন।

প্রত্যুষে মহা সমারোহে, সুসজ্জিত প্যারিস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জুলিয়েটকে সজ্জিত করিবার জন্য তাঁহার পরিচারিকা তাঁহার কক্ষে আসিবামাত্র তাহার মৃতদেহ দেখিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া আনিল। গৃহিণী আসিয়া জুলিয়েটের নাসারন্ধ্র ও বক্ষস্থলে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক প্রাণবায়ু বহিতেছে না বুঝিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বাটীর অন্য সকলে সেই ঘরে ছুটিয়া আসিলেন। সেই শোকাবহ দৃশ্য দর্শনে সকলে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সমৃদ্ধিশালী ইংরাজদিগের আপন আপন বংশজদিগের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র "কবরস্থান" থাকে। ক্যাপুলেটদিগের কবরস্থানে জুলিয়েটের সেই কাঞ্চনময় দেহ কবরিত হইল। সেই মহানন্দোৎসব আজ নিরানন্দে পরিণত হইল। মহা হরিষে আজ বিষাদ ঘটিল।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## অমৃতে গরল।

কুসংবাদ কখন কাহাকেও আনিয়া দিতে হয় না। মন্দটি ঘটিলেই তাহার সংবাদ আপনি আসিয়া পঁহুছে। রোমিও গত রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়াছেন যেন তিনি মরিয়া গিয়াছিলেন, জুলিয়েট আসিয়া চুম্বন করিতে করিতে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। রোমিও নূতন জীবন পাইয়া দেখেন, যে তিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর হইয়াছেন।—নিশীথে এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া তিনি আনন্দিত মনে আছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট জুলিয়েটের মৃত্যুসংবাদ কহিল। শুনিয়া রোমিও মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে বহুক্ষণ রোদন করিয়া, অবশেষে ভেরোনা নগরে গমনপূর্ব্বক কবর উদ্ঘাটিত করিয়া জীবনের সর্ব্বস্বধন জুলিয়েটকে একবার জন্মের শোধ দেখিতে বাসনা করিলেন। আদেশক্রমে অশ্ব প্রস্তুত হইল। রোমিও তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক ভৃত্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভেরোনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে একটী ক্ষুদ্র জীর্ণ ঔষধালয় ছিল। রোমিও তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহার দ্বারে আঘাত করিলেন। অনেকবার আঘাতের পর শীর্ণকায় জীর্ণবস্ত্রাবৃত এক ব্যক্তি আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। রোমিও কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "কোন বিশেষ আবশ্যকে এখানে আসিয়াছি।"

ঔষধবিক্রেতা উত্তর করিল "আজ্ঞা করুন।"

রোমিও সে ব্যক্তির সন্নিকট হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "পানমাত্র মৃত্যু হয়, আমার এরূপ কোন বিষের প্রয়োজন।"

ঔষধবিক্রেতা শিহরিয়া বলিল "মহাশয়! কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? আপনি কি জানেন না রাজাজ্ঞা কিরূপ ভয়ানক? যদি কেহ কখন কোনরূপ বিষ বিক্রয় করে, তাহা হইলে সে রাজাজ্ঞানুসারে সবংশে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইবে। আপনার আদেশ পালন করা আমার সাধ্যাতীত।"

রোমিও তখন ৪ খান মোহর বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন। নির্ধনের পক্ষে স্বর্ণের লোভ সম্বরণ করা অতি দুঃসাধ্য। দরিদ্র ঔষধবিক্রেতা বারম্বার মোহরগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ও পরক্ষণে গাঢ় চিন্তায় অভিভূত হইতে লাগিল। কিয়ৎপরে একটী ভগ্ন সিন্ধুক হইতে একটী ছোট শিশি বাহির করতঃ রোমিওর নিকট আসিয়া অনুচ্চৈঃস্বরে বলিল "মহাশয়। এই গ্রহণ করুন; কিন্তু আমার জীবন মরণ আপনার হস্তে।"

"কোন ভয় নাই!" বলিয়া তাহাকে অভয়দান করিয়া এবং মোহরগুলি প্রদান পূর্ব্বক রোমিও তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অশ্বারোহণে পুনর্যাত্রা করিলেন।

ভেরোনায় পঁহুছিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল। রোমিও একটী আলোক, একখানি সাবল এবং একখানি কোদালি সংগ্রহ করিয়া কবরস্থানে প্রবেশ পূর্ব্বক জুলিয়েটের কবর উদ্ঘাটিত করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় পার্শ্ব হইতে একজন বলিয়া উঠিল "রে দুর্ব্বৃত্ত মণ্টেগ! নিবৃত্ত হ।" ইংরাজ-

দিগের রীতি এই যে কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা গভীর রাত্রে—সুষুপ্ত জগৎ হইলে, আসিয়া তাহার কবর পুষ্পাবৃত এবং অশ্রুসিক্ত করেন। সেই জন্যই এ গভীর রজনীতে পরিণয়বিফলমনোরথ প্যারিস তথায় উপস্থিত ছিলেন। রোমিওর যে কি অমূল্য নিধি সেই কবর মধ্যে প্রোথিত আছে, প্যারিস তাহা অবগত ছিলেন না, সেই জন্য তাঁহাকে এই গভীর নিশীথে কবর উদ্ঘাটিত করিতে দেখিয়া,—দুষ্ট মণ্টেগ ক্যাপুলেটদিগের শবগুলির দুর্দ্দশা করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া, ক্রোধান্বিত হইয়া ঐরূপ আজ্ঞা করিলেন। রোমিও তাহাতে ক্ষান্ত না হওয়াতে, প্যারিস তাঁহাকে ধৃত করিয়া বলিলেন "রে দুর্বৃত্ত! তোর প্রতি যে রাজাজ্ঞা আছে তাহার উপেক্ষা করিয়া আবার এ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিস? এখনি রাজদ্বারে লইয়া গিয়া তোর প্রাণ সংহার করাইব।"

যে মরিতে আসিয়াছে সে কি আর মরণে ভয় করে? রোমিও ভীত না হইয়া বলিলেন "হাত ছাড়িয়া দাও, নতুবা কেন আবার টাইবল্টের ন্যায় আপন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিবে?—হাত ছাড়িয়া দাও, এ অসি আর নররক্তে কলুষিত করাইও না।" প্যারিস তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া পূর্ব্ববৎ তাঁহার প্রতি তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হতভাগ্য প্যারিস সে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিলেন। শোকান্ধ রোমিও আলোক লইয়া প্যারিসের মুখের নিকট ধরিলে, তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। আসিবার কালীন তিনি পথে জুলিয়েটের সহিত প্যারিসের বিবাহ-বিভ্রাটের কথা শুনিয়া-

ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি হত প্যারিসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "তোমার এই মৃত দেহ জুলিয়েটের পার্শ্বে শায়িত করিয়া তোমার চিরসাধ মিটাইব।" তৎপরে শাবল ও কোদালি সাহায্যে কবর উদ্ঘাটিত করিলেন। দেখিলেন তন্মধ্যে তাঁহার প্রাণের প্রাণ জুলিয়েট নিদ্রাভিভূতা হইয়া আছেন। এখনও যেন প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া যায় নাই। রোমিও উন্মত্তের ন্যায় জুলিয়েটকে বাহুবেষ্টন করতঃ বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনন্যোপায় ভাবিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সেই ঔষধ বাহির করিয়া পান করিবামাত্র নির্জীব হইয়া ভূমে পতিত হইলেন।

জুলিয়েটের মোহ-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রে লরেন্স রোমিওর নিকট একজন লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে লোক মণ্টুয়া নগরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই রোমিও তথা হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া আসেন; সুতরাং তাঁহার সহিত আর সে লোকের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। এদিকে জুলিয়েটের পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্তির সময় উপস্থিত, তথাপি রোমিও আসিলেন না দেখিয়া, আলোক এবং খননোপযোগী অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া লরেন্স স্বয়ং জুলিয়েটের উদ্ধারার্থ কবরস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন কবরদ্বার উন্মুক্ত, নিকটে একটা আলোক জ্বলিতেছে, পথময় শোণিতের চিহ্ন, কোথাও বা ভগ্ন অসি পড়িয়া আছে। এতদ্দর্শনে বিস্ময়বোধ করতঃ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন প্যারিস ও রোমিওর মৃত দেহ পড়িয়া আছে। অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি তাঁহাদের আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন। এই সময়ে জুলিয়েট

ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। লরেন্সকে দেখিয়া তাঁহার সকল কথা স্মরণ হইল। তিনি অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "রোমিও কোথায়?"

অকস্মাৎ দূরে কোলাহল শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। লরেন্স সসব্যস্ত হইয়া জুলিয়েটের কথার কোন উত্তর না দিয়া "কাহারা আসিতেছে, আমি চলিলাম, তুমি পলাইয়া আইস" এই কথা বলিয়া সে স্থান হইতে সত্বর প্রস্থান করিলেন। জুলিয়েট ইহার কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। কিয়ৎপরে রোমিওর মৃত দেহ দেখিয়া কম্পিতপদে তাহার নিকট আগমনপূর্ব্বক শোকাতুরা হইয়া তাঁহার বক্ষের উপর পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎপরে রোমিওর হস্তস্থিত শিশিটি এবং তাঁহার গণ্ডপার্শ্বে দুই চারি বিন্দু তরল পদার্থ গড়াইয়া পড়ার চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন, বিষপানেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। তখন তিনি রোমিওর হস্তস্থিত শিশিটী লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—যদি তাহাতে আর এক বিন্দুমাত্র বিষ পড়িয়া থাকে; কিন্তু জুলিয়েটের মৃত্যু সংবাদে ছিন্নহৃদয় রোমিও তাহা একবারে নিঃশেষ করিয়াছেন। তখন বারম্বার রোমিওর ওষ্ঠাধর চুম্বন পূর্ব্বক তৎসংলগ্ন বিষ আস্বাদন করিয়া জুলিয়েট আপনার জীবনের বিনাশ করিতে প্রয়াস পাইলেন। ক্রমে ক্রমে লোকের কোলাহল অতি সন্নিকট হইয়া আসিল। তখন জুলিয়েট অনন্যোপায় হইয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি শানিত ছুরিকা বাহির করতঃ আপন মর্ম্মাহত হৃদয় বিদ্ধ করিয়া রোমিওর বক্ষোপরি প্রাণত্যাগ করিলেন।

কাউণ্ট প্যারিসের সহিত একজন পরিচারক ছিল। প্যারিস ও রোমিওর সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সে ভীত হইয়া নগর মধ্যে চীৎকার করিয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করে। নগরবাসীরা তাহার চীৎকারে জাগরিত হইয়া প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা না বুঝিতে পারিয়া "রোমিও—প্যারিস—জুলিয়েট" ইত্যাদি নানাবিধ অর্থহীন বাক্য উচ্চারিত করিতে করিতে ছুটাছুটী আরম্ভ করিল। রোমিও ও জুলিয়েটের বাটীর সকলেও জাগরিত হইয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে গোলযোগ এত গুরুতর হইয়া উঠিল যে তাহাতে মহারাজের পর্য্যন্ত নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময় কম্পিত কলেবর লরেন্সকে লইয়া নগরপাল রাজসমীপে আসিয়া বলিল "মহারাজের জয় হউক। এই ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় গালে মুখে চড়াইয়া 'হায়! হায়! আমিই এদের মৃত্যুর কারণ হলেম!' ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতেছিল। ইহা হইতে নিশ্চয়ই কোন অহিতকর কার্য্য ঘটিয়া থাকিবে ভাবিয়া আমরা ইহাকে মহারাজ সমক্ষে লইয়া আসিয়াছি।"

মহারাজ তখন লরেন্সকে অভয়দান করিয়া কহিলেন "তুমি সত্য করিয়া বল কি করিয়াছ, তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিব।" লরেন্স এই দুঃখকাহিনীর যতদূর বিদিত ছিলেন সকলের সম্মুখে তাহা যথাযথ বিবৃত করিলেন।

প্যারিস-পরিচারকের চীৎকারে নগরবাসীগণ জাগরিত হইলে, সে তাহাদিগকে কবরস্থানে লইয়া যায়। সকলে তথাকার সেই দৃশ্য দেখিয়াই তাহাকে লইয়া রাজ সমক্ষে

আসিয়া উপস্থিত হয়। নরেন্দ্রের কথা শেষ হইলে প্যারিসের পরিচারক অগ্রসর হইয়া কহিল "মহারাজের জয় হউক মহারাজ! আমার প্রভুর সহিত একটী যুবার যুদ্ধ কালে আমি তৎকালে সেই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলাম!"

রোমিওর সহিত যে অনুচর আসিয়াছিল, সেও এই সময় কতিপয় প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রাজসমীপে আনীত হয়। সর্ব্বশেষে তাহার বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। রোমিওর ভেরোনাভিমুখে আগমন কালীন সেই ক্ষুদ্র ঔষধালয়ে প্রবেশ-কথা প্রকাশ পূর্ব্বক সে মহারাজকে একখানি পত্র প্রদর্শন করিয়া কহিল "মহারাজ। আমার প্রভু তাঁহার পিতা মাতাকে এই পত্র দিয়া আসিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করেন, আমি ইহা লইয়া তাঁহাদের বাটী অনুসন্ধান করিতেছিলাম, পথে আমার মুখে আমার প্রভুর নাম শুনিয়াই এই প্রহরীরা আমাকে ধৃত করিয়া এখানে আনিয়াছে।" মহারাজ পত্র খানি লইয়া পাঠ করিলেন।

এই পত্র পাঠান্তর তাঁহার মনে আর কোন সংশয় স্থান পাইল না। পত্রে যাহা লেখা ছিল, বৃদ্ধ নরেন্দ্রের কথার সহিত সমস্ত যথাযথ মিলিয়া গেল। রোমিও এই পত্র দ্বারা জুলি-য়েটের সহিত আপন গুপ্ত বিবাহের কথা প্রকাশ করিয়া পিতা মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন; অবশেষে পত্রে জুলিয়েটের পার্শ্বে বিষপানে আত্মহত্যার মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাজ তখন নরেন্দ্রের মুক্তির আদেশ প্রদান করিয়া, এই বিবাহ দ্বারা তিনি যে মন্টেগ ও ক্যাপুলেট নামীয় দুই মহাশত্রুর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনের আশা করিয়া-

ছিলেন, তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্যের জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ করিয়া, সকলের সহিত কবরস্থানে গমন করিলেন।

সকলে তথায় আসিয়া যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। মণ্টেগ ও ক্যাপুলেট বংশীয়ের সকলেই মহাশোকে অধীর হইয়া উন্মাদের ন্যায় কেশোৎপাটন ও বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে আপনাপন নির্বুদ্ধিতার জন্য পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হাহাকার শব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল। তখন মহারাজা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করতঃ আক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন "দেখ দেখি! তোমাদিগের ভীষণ বৈরীতানিবন্ধন আজ আমাদিগকে এই শোণিতশোষক দৃশ্য চক্ষে দেখিতে হইল! তোমাদিগের পুত্রকন্যার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া পরমেশ্বর আজ তোমাদিগের পাপের সমুচিত দণ্ডপ্রদান করিলেন। আজ হইতে তোমরা আপনাপন হৃদয় হইতে বিদ্বেষভাব দূর করিয়া দাও; অতীতের কথা ভুলিয়া আজ পরস্পর একবার মিত্র সম্বোধন করতঃ আলিঙ্গন কর।" তখন মণ্টেগ ও ক্যাপুলেট পরিবারস্থ সকলে বাষ্পাকুললোচনে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া ভ্রাতৃ সম্বোধন করিলেন।

কয়েক দিবসের মধ্যেই সেই কবর স্থানে মণ্টেগ পরিবার কর্তৃক—পতিপ্রাণা জুলিয়েটের, এবং ক্যাপুলেটগণ কর্তৃক—প্রেমমতি রোমিওর—স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইল।

সমাপ্ত।